5 JAN 2017

সংবাদ

মাদ্রাসার নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিন

পর্যাপ্ত অবকাঠামো ছাড়াই চলছে ৫৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়। অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ নেই। কক্ষ থাকলেও ছাদের অবস্থা ভাঙাচোরা। সংকট রয়েছে চেয়ার-টেবিলের। ব্যবস্থা নেই আলাদা টয়লেটের। অপর্যাপ্ত এ অবকাঠামোর মধ্যেই পাঠ নিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। অথচ গত ৮ বছরে প্রায় সাড়ে ১৩শ' মাদ্রাসায় নতুন ভবন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয় মিলে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে প্রায় ৮১ হজার। এসব বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৯৫ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। সরকার সম্প্রতি ২৬ হাজার ২০০টি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩ হাজার ৮৭২টি। এর মধ্যে মাত্র ৭ হাজার ৮৭২টির পর্যাপ্ত অবকাঠামো আছে আর বাকি ৫৬ হাজার বিদ্যালয় পর্যাপ্ত অবকাঠামো ছাড়াই চলছে। নিয়ম অনুযায়ী ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি শ্রেণীকক্ষ রাখার কথা থাকলেও সে অনুপাতে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে তা নেই। ঠিকমতো নেই শিক্ষার্থীদের আসবাব, হাই ও লো বেঞ্চ এবং শিক্ষকদের জন্য চেয়ার-টেবিল। এসবের অভাবে শিক্ষার গুণগত মান রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

অথচ কিছুদিন আগে প্রকাশিত সংবাদের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে অধিকাংশ মাদ্রাসা সংস্কার করা হয়েছে, অনুদানের অর্থ বাড়ানো হয়েছে এবং ভবন পাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরিবেশ ও অবকাঠামো পাঠদানের অযোগ্য রেখে মাদ্রাসা শিক্ষায় অবকাঠামো উন্নত করা হয়েছে। সরকার সাধারণ শিক্ষার অবকাঠামোর ওপর জোর না দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার অবকাঠামোর ওপর জোর দিচ্ছে। সরকার গত আট বছরে সারাদেশের প্রায় সাড়ে ১৩শ' মাদ্রাসায় নতুন ভবন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করেছে। গড়ে একটি মাদ্রাসার পেছনে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৭০ লাখ টাকা। আরও দুই হাজার মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এতগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার না করে শুধু মাদ্রাসা সংস্কারের ওপর জোর দেয়া কেন? মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের কাজ হচ্ছে না, অথচ মাদ্রাসার ভবন নির্মাণে আগ্রহের কমতি নেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব বেশি দেয়ায় গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই যে পশ্চাৎমুখী করে তুলবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এই নীতি শিক্ষাকে বিজ্ঞানমনস্ক ও আধুনিক না করে পশ্চাৎপদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো; শিক্ষার এই ভুল নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার লোক নেই। সবাই মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের মাধ্যমেই বাহবা অর্জনের চেষ্টা করছে। আমরা মনে করি এভাবে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রকৃত শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষার তুলনায় গুরুত্বহীন করে ফেলা হচ্ছে।

সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা প্রদান বিষয়ক পরিবেশের উন্নয়ন, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শিশুবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে অবকাঠামোগত দুর্বলতা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রায় দুই কোটি ছেলেমেয়ে প্রাথমিক স্তরে পড়ালেখা করছে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ, শ্রেণীকক্ষ ও অবকাঠামোর সুযোগ তৈরি করা না গেলে শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে না। সেই সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনেও প্রতিবন্ধকতা বাড়বে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নত এবং সাধারণ শিক্ষাকে অবনত করে সরকার কোন টেকসই উন্নয়ন অর্জন করবে সেটাই আমাদের প্রশ্ন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সংস্কার কাজে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হোক। অবকাঠামো উন্নয়নের সরকারি অর্থ ঠিকমতো কাজে লাগছে কিনা বা সেখানে কোন অনিয়ম হচ্ছে কিনা সেটাও খেয়াল রাখা উচিত। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রশ্নে তাদের নীতি পরিবর্তন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা নয় গুরুত্ব দিতে হবে সাধারণ শিক্ষার ওপর, যদি সরকার মধ্যযুগের বাংলাদেশ দেখতে না চায় এবং ২১ শতকের বাংলাদেশ দেখতে চায়।